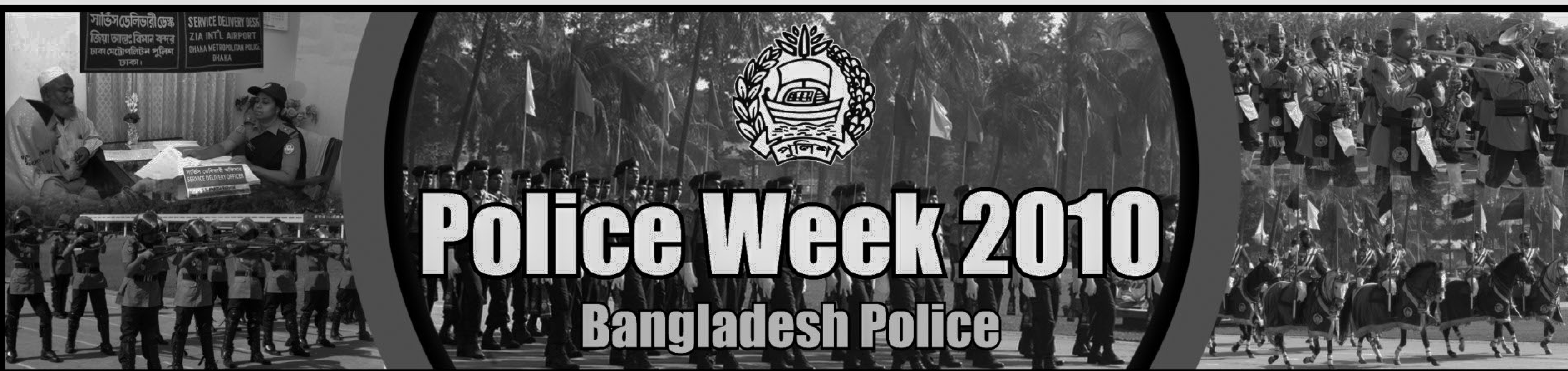

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
২২ পৌষ ১৪১৬
০৫ জানুয়ারি ২০১০

বাণী

'পুলিশ সপ্তাহ ২০১০' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। জাতীয় স্বার্থে তাদের ত্যাগের এই সুমহান দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরে পুলিশ সার্ভিসের প্রতিটি সদস্য ও দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে।

একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার মূল দায়িত্ব পুলিশের। বাংলাদেশের মত একটি জনবহুল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে পুলিশের দায়িত্বের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি পুলিশ সদস্যগণ অত্যন্ত সাহসিকতা ও দক্ষতার সাথে জঙ্গীবাদ দমন করে দেশবাসীর অকুন্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে তাদের দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হয়েছে। আমি জেনেছি বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কার ও আধুনিকায়নে বেশকিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি মনে করি সরকার গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশ পুলিশের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে' বাংলাদেশ পুলিশ আরো দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবে–এটাই সকলের প্রত্যাশা।

আমি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১০' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"পুলিশ সপ্তাহ-২০১০" উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশ পুলিশ নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে আসছে। দেশবাসীকে নিরাপত্তা ও স্বস্তি প্রদানের প্রয়োজনে পুলিশকে প্রয়োগ করতে হয় মেধা, শ্রম ও দক্ষতা। প্রতি বছরই দায়িত্ব পালনকালে পুলিশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যকে আত্মাহুতি দিতে হয়। বাংলাদেশ পুলিশ এর এ অবদান দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখবে।

বার্ষিক পুলিশ সমাবেশের নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চল্যের নুতন স্পৃহা সঞ্চারিত হবে। পারস্পরিক মূল্যায়ন এবং মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যা নিরসন এবং সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ পুলিশকে এ লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশ সময়ের এ প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)

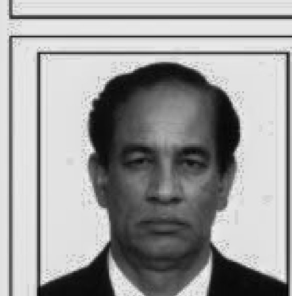

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম প্রহরেই রাজারবাগে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর পুলিশ যোদ্ধাদের।

দেশের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ দমনের পাশাপাশি জনগণের জান-মালের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও পুলিশ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক পরিসরেও শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতায় পুলিশেরও প্রয়োজন যথাযথ দক্ষতা অর্জন। অপরাধের নিত্য নতুন ধরন পরিবর্তনের সাথে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের সঠিক কৌশল রপ্ত করতে হবে। এতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, জঙ্গীবাদসহ সকল ধরনের অপরাধ দমন করে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হবে।

প্রতি বছর পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সাথে পুলিশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সূচিত যোগসূত্র নতুন প্রেরণা, প্রত্যাশা ও কর্মস্পৃহার স্ফুরণ ঘটাবে বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস। পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দের বন্ধন দৃঢ় হবে বলে আমি আশাবাদী।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ সফল হোক।

(আবদুস সোবহান সিকদার)

আগামীর পুলিশ

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এনডিসি

বাংলাদেশ পুলিশের দক্ষতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বহু বছর ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। জনগণকে যুগোপযোগী সেবা প্রদান করতে বাংলাদেশ পুলিশ নিজেদের একটি গণমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। নাগরিকদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ, জাতীয় স্থিতিশীলতা, ধারাবাহিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি, বিশেষ করে ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীর আস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী একটি জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, দক্ষ ও সেবাধর্মী পুলিশ সার্ভিস সময়ের দাবী।

শতাব্দী প্রাচীন একটি পুলিশ সংগঠনের সংস্কার কোন সহজ কাজ নয়। সংস্কার কার্যক্রম এমন কিছু নয় যা রাতারাতি বাস্তবায়ন করা যায় এবং এ থেকে তাৎক্ষণিক ফলাফলও আশা করা উচিত নয়। সংস্কার উদ্যোগসমূহ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অনুমোদিত হতে হবে এবং এমনভাবে প্রচলন করতে হবে যেন তা সমাজে অযাচিত সংঘাত সৃষ্টি না করে। ১৯৭১ সালে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বীরোচিত স্বাধীনতার পর থেকে পুলিশ সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা এবং সে সকল ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রায় অর্ধ ডজন কমিটি ও কমিশন গঠিত হলেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে এর সুপারিশসমূহ কখনোই বাস্তবায়ন করা হয়নি। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং কায়েমী স্বার্থ সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ পুলিশ প্রথম বারের মত পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর (PRP) সহযোগিতায় একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা এর ভবিষ্যৎ সেবার প্রাধিকারসমূহ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মৌল চেতনাকে তুলে ধরেছে। কৌশলগত পরিকল্পনা বাংলাদেশ পুলিশের ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শকের কাজ করবে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হলো এমন একটি পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা ভীতি প্রদর্শনের হাতিয়ার না হয়ে কমিউনিটির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সেবা প্রদান করবে। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ এবং এর বিপরীতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে এই পরিকল্পনাটি হাতে নেয়া হয়েছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় বর্তমানে প্রচলিত ঔপনিবেশিক পুলিশী ব্যবস্থাকে সমসাময়িক কালের উপযোগী সেবামূলক পুলিশী ব্যবস্থায় রূপান্তরের দিকনির্দেশনা রয়েছে যাতে reactive পুলিশী ব্যবস্থার পরিবর্তে proactive পুলিশী ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যা একটি বড় ধরনের সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত পরিবর্তন আনবে--'বল প্রয়োগ' থেকে 'সেবা'।

পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর (PRP) প্রথম পর্যায় ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে যা ইতোমধ্যে সংস্কারের কার্যকর ভিত রচনা করেছে। এজন্য দাতা ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আগ্রহে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্বের চলমান কর্মসূচীর সাথে বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০০৮-২০১০ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৌশলগত পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে ৬ (ছয়)টি অপারেশনাল আউটকামের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে পুলিশের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, আধুনিক আইনগত কাঠামো, জবাবদিহিতা ও ভবিষ্যত দিকনির্দেশনার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। পুলিশের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও কাঠামো শক্তিশালী হবে এবং অধিকতর যোগ্য ও পেশাদার পুলিশ তৈরিতে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। পুলিশের নিরপেক্ষ তদন্ত ও সুষ্ঠু মামলা পরিচালনার মাধ্যমে সবার জন্য ন্যায় বিচারের পথ সুগম হবে। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া এবং আস্থা বৃদ্ধি পাবে যা বিচার প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রবেশাধিকার সুগম করবে ও মানবাধিকার সংরক্ষিত হবে। এছাড়াও অপরাধ-ভীতি কমে আসবে। নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ সমাজের নারী ও শিশুদের সমতাভিত্তিক ও সংবেদনশীল সেবা প্রদানে সক্ষম হবে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় সহায়তা করবে। ব্যয় সাশ্রয়ী, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী তথ্য যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ সমাজকে উন্নত সেবা দিতে সক্ষম হবে। আর এ লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০১৪ পর্যন্ত এই ৫(পাঁচ) বছরে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচীর মোট ২১৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন লাভ করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পিআরপি একবিংশ শতাব্দির আধুনিক পুলিশের উপযোগী মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কাঠামো গঠনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এলক্ষ্যে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং পুলিশ প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রযুক্তি নির্ভর ইলেক্ট্রনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হবে। পুলিশের অপারেশন, অপরাধ তদন্ত ও নির্মুলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎসাহিত করার মাধ্যমে পেশাদারিত্ব অর্জনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। অপরাধ তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা গড়ে তুলতে পিআরপি অপরাধ তথ্য বিভাগের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। প্রথাগত মৌখিক সাক্ষ্য ও স্বীকারোক্তির পরিবর্তে বস্তুগত সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অপরাধী সনাক্তকরণের আধুনিক প্রযুক্তি অর্জনে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ পিআরপির সহায়তায় সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) কে যুগোপযোগী করার উদ্যোগও গ্রহণ করেছে।

অপরাধ দমনে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের আধুনিক ধারণা বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রমে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। থানায় সেবা প্রদান কেন্দ্র, উন্মুক্ত দিবস প্রভৃতি প্রবর্তনের মাধ্যমে পুলিশ ও জনগণ আগের তুলনায় অনেক কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছে যা সহযোগিতা ও আস্থার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পিআরপি বাংলাদেশ পুলিশের জন্য অপরাধ দমন কৌশলপত্র ও কমিউনিটি পুলিশিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অন্যতম ক্ষেত্র নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশ তিন হাজার নতুন নারী পুলিশ নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। পিআরপির উদ্যোগে Bangladesh Police Women Network(BPWN) গঠন করা হয়েছে যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। BPWN এর দেড় শতাধিক মহিলা পুলিশ International Association of Women Police(IAWP) এর সদস্যপদ লাভ করেছেন। প্রথমবারের মতো প্রবর্তন করা হয়েছে জেন্ডার গাইড লাইন এবং ঢাকায় তেজগাঁও থানা কমপ্লেক্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের একমাত্র ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার। আগামী পাঁচ বছরে অবশিষ্ট বিভাগীয় শহর গুলোতে ৫(পাঁচ)টি নতুন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু করা হবে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে প্রবর্তিত রেফারেল সার্ভিস পুলিশ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র ভুক্তভোগী মানুষের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথকে প্রশস্ত করবে।

আধুনিক পুলিশিং মূলত তথ্য উপাত্ত কেন্দ্রীক ব্যবস্থাপনা। ইন্টিলিজেন্স নির্ভর পুলিশিং এর পরিচালনা এবং কৌশলগত সাফল্য মূলত নির্ভর করে তথ্যের সঠিক এবং সময়ানুগ প্রাপ্তির উপর। ক্রম পরিবর্তনশীল তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে অপরাধ দমন এবং প্রতিরোধে বাংলাদেশ পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিআরপি প্রথম পর্যায়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কৌশল পত্রের আলোকে ব্যয় সাশ্রয়ী, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংগ্রহ, স্থাপন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ডাটাবেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। অপরাধ ও সন্ত্রাস দমন এবং সনাক্তকরণে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টিলিজেন্স এর ব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

পিআরপি এবং বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ পুলিশ শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও জনগণকে তার কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। আগামী দিনে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি জ্ঞানে দক্ষ, সেবা-নিবেদিত, জন-বান্ধব, বাহ্যিক প্রভাবমুক্ত, আইন-আদালত ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ একটি পেশাদার সংগঠন হিসেবে পুলিশ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারবে এবং ন্যায় ও শ্রেয়বোধে উজ্জীবিত আগামী দিনের পুলিশ দিন বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

লেখক: অতিরিক্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ ও জাতীয় প্রকল্প পরিচালক, পুলিশ সংস্কার কর্মসূচী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২২ পৌষ ১৪১৬
০৫ জানুয়ারি ২০১০

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই সব বীর পুলিশ সদস্যদের যাঁরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আত্মদান করেছেন।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ সদস্যদের কর্তব্যের পরিধি যেমন ব্যাপক, তেমনি তাঁদের দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। জনগণের আস্থাভাজন বন্ধু হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরপেক্ষ ও দক্ষতার সঙ্গে পুলিশ যথার্থ ভূমিকা রেখে যাবে– এটাই আমার প্রত্যাশা।

পাশাপাশি সার্বজনীন মানবাধিকার রক্ষায় পুলিশ সদস্যদের আরও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে একটি আধুনিক "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার ম্যান্ডেট নিয়ে বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ পুলিশ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারের এই কর্মপ্রয়াসে আন্তরিকভাবে শামিল হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সব সদস্যকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশের যে-সব বীর সদস্য আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পুলিশ বাহিনী নিজ অবস্থানে থেকে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

দ্রুত পরিবর্তনশীল এ বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অপরাধ দমন, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দক্ষ ও পেশাদার পুলিশ বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও বাংলাদেশ পুলিশের অর্জন প্রশংসাযোগ্য। আন্তর্জাতিক পরিসরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ আমাদের জন্য গৌরব বয়ে আনছে।

সরকারের উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য একটি আধুনিক, দক্ষ ও জনসংবেদনশীল পুলিশ সার্ভিস গড়ে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুলিশ সমাবেশে নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ পুলিশের একটি কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণীত হবে বলে আমি আশা রাখি।

পুলিশ সপ্তাহ-২০১০ এর আয়োজন লক্ষ্য অর্জনে সফল হোক- এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা।
জয় বঙ্গবন্ধু ।

(এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু)

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের এবং যে সকল পুলিশ সদস্য দেশমাতৃকার প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাঁদেরকেও। বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সকল সদস্যদের জন্য রইল পুলিশ সপ্তাহের শুভেচ্ছা।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য নানাবিধ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের সাফল্যজনক অংশগ্রহণ ও উল্লেখযোগ্য অবদান আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশের সুনাম।

পুলিশ সপ্তাহের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যগণ তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আত্মবিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করেন। অতীতের ভুলত্রুটিকে সংশোধন করে ভবিষ্যতের জন্য কার্যকরী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার সুযোগ এনে দেয় পুলিশ সপ্তাহ। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় জনবান্ধব, পেশাদার ও আধুনিক পুলিশ গঠনের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আগামী দিনগুলোতে আরো বেগবান হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমি বিশ্বাস করি জনগণের সহযোগিতায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চাকাকে সচল রাখার লক্ষ্যে ভবিষ্যতেও নিরলসভাবে কাজ করে যাবে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(নূর মোহাম্মদ)

Courtesy :
ASSURANCE DEVELOPMENTS
WE CARE ...
ISO 9001 :2008 Certified
8150727, 9145214